بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৮শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন নির্বাচিত উদ্ধৃতির আলোকে রমযানের পর আমাদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পবিত্র রমযান মাস অতিবাহিত করার তৌফিক দিয়েছেন আর আজ রমযানের শেষ জুমুআ। আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের অধিকাংশকে রোযা রাখার এবং দিনরাত বিভিন্ন ইবাদত করার তৌফিক দিয়েছেন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, কেবলমাত্র রমযান মাসে রোযা রাখা এবং ইবাদত করার মাধ্যমেই আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয় না, বরং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হলো, আমরা যেন স্থায়ী ইবাদতকারী বান্দায় পরিণত হই। কাজেই, যারা এ মাসে পুণ্যকর্ম করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাদের জন্য এখন আবশ্যক হলো আগামীতেও পুণ্যের এই ধারা অব্যাহত রাখা। যেভাবে রমযান মাস গুরুত্বপূর্ণ অনুরূপভাবে প্রত্যেক নামায এবং প্রত্যেক জুমুআও গুরুত্ব বহন করে। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন আর আমরা তাঁর হাতে বয়আত করে এসব পুণ্যকর্ম পালনের অঙ্গীকার করেছি। মহানবী (সা.) বলেছেন, **প্রকৃত মু'মিন সে, যে এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষমান থাকে এবং যে এক জুমুআ'র পর পরবর্তী জুমুআ'র চিন্তায় মশগুল থাকে এবং যে এক রমযানের পর দ্বিতীয় রমযানের প্রহর গুণতে থাকে অর্থাৎ, এ চিন্তায় মগ্ন থাকে যে, সেই মুহূর্ত কখন আসবে আর আমি ইবাদত করতে পারব এবং সেসব পুণ্যকর্ম করতে পারব যার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। এমনটি করলে এসব ইবাদত উভয়ের মাঝে সংঘটিত ছোটো-খাটো ভুলত্রুটি ও পাপের কাফ্ফারা হয়ে যায়।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বলেছেন, **আমি বারবার আমার জামা'তকে উদ্দেশ্য করে বলেছি, তোমরা শুধুমাত্র আমার হাতে বয়আত করার ওপর পরিপূর্ণ ভরসা কোরো না। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত এর গভীরে অবগাহন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুক্তি লাভ করতে পারবে না। মুরীদ যদি আমল না করে তাহলে পীরের বুযূর্গী তার কোনো কাজে আসে না। একথা বলে দেয়া যে, আমি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে অনেক কিছু অর্জন করে ফেলেছি— এটি কখনোই সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রকৃত অর্থে আমলকারী হবে। ডাক্তার রোগীকে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন, কিন্তু সেটি ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কাজে আসে না যতক্ষণ না সে অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়।** তিনি (আ.) বলেন, আমি একটি পুস্তক লিখেছি, কিশতিয়ে নূহ্; এ পুস্তকটি বারবার পাঠ করো। যখন এর উপদেশাবলি, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশাবলির আলোকে লিখেছি তা পাঠ করবে, এসবের ওপর আমলের চেষ্টা করবে— তখনই তোমাদের বয়আতের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে এবং তোমরা সফলতা লাভ করবে। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **ক্বাদ আফলাহাল মু'মিনূন অর্থাৎ, মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে।** অনেক চোর, ডাকাত, ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী এবং দুষ্কৃতকারী এ দাবি করে যে, আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর

উম্মতের সদস্য। এতে কি তারা প্রকৃত অর্থেই উম্মতি সাব্যস্ত হবে? কখনোই নয়, বরং তারাই প্রকৃত উম্মতি যারা তাঁর (সা.) শিক্ষামালার ওপর পরিপূর্ণরূপে আমল করে এবং তা মেনে চলে।

মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন, **এ জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হলে এর শিক্ষামালার ওপর আমল করো। সত্য জামা'তে যোগদানের পর অনেক কষ্ট করতে হয়, কেননা কষ্ট না করলে পুণ্যের আশা বৃথা। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর অনুসারীরা নিজেদের জীবনে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন। এভাবে কষ্ট করার পর এক সময় সফলতা অর্জিত হয়েছে আর শত্রুরা ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় হলো, তিনি এ জামা'তকে পৃথিবীতে প্রসারিত করবেন। এখন তোমাদের সংখ্যা নগণ্য, কিন্তু যখন জামা'তের অনুসারীদের সংখ্যা বেড়ে যাবে তখন বিরোধীরা এমনিতেই নিশ্চুপ হয়ে যাবে। এটিই চিরাচরিত রীতি আর নবীদের জামা'তের সাথে এমনটিই ঘটে থাকে। খোদা তা'লা আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে চান।** তিনি (আ.) বলেন, **ধৈর্যও একটি ইবাদত। ইতিহাস থেকে এটিই প্রমাণিত যে, সত্যিকার অনুসারীদের ধৈর্যধারণ করতে হয়। এরপর তারা প্রতিদান লাভ করে, অগণিত পুরষ্কার লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লা যখন দেখেন তাঁর জামা'ত ধৈর্যধারণ করে যাচ্ছে তখন তাঁর আত্মাভিমান জাগ্রত হয় আর তিনি অত্যাচারীদের ধ্বংস করেন।** হুযূর (আই.) বলেন, অনেক স্থানে বিশেষতঃ পাকিস্তানে আমাদেরকে অনেক দুঃখ- কষ্ট দেয়া হচ্ছে, কিন্তু আমাদেরকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, **আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনয়ন করো তাহলে সবকিছু লাভ করতে পারবে। কেননা তিনি বলেছেন,** وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا. **অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য কোনো না কোনো ব্যবস্থা করে থাকেন এবং এমন স্থান থেকে রিয্ক প্রদান করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্যত্র বলেন, আমাদের জামা'তের জন্য আবশ্যক হলো, এ অশুভ যুগে যখন সবদিক থেকে পথভ্রষ্টতা ও উদাসীনতার বাতাস বইছে, তখন তাকওয়া অবলম্বন করা। দেখুন! পৃথিবীতে যত মিডিয়া রয়েছে, সর্বশক্তি দিয়ে তারা পাপাচার প্রচার ও প্রসারের কাজ করছে এবং তারা এ চেষ্টায়ই রত থাকে যে, কীভাবে মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আমরা যারা ধর্ম-নবায়নের উদ্দেশ্যে মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি, আমাদের এসব অনাচার থেকে বিরত থাকতে হবে। আমাদের আবালবৃদ্ধবণিতা সবার আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমরা কতজন এসব থেকে বিরত থাকছি? আল্লাহ্ তা'লা কী বলেছেন, এর প্রতি মানুষের কোনো ভ্রুক্ষেপই নাই। এমনকি আমরা আহমদীরাও অনেকক্ষেত্রে পার্থিবতায় অধিক আসক্ত হয়ে পড়েছি। জগৎপূজায় এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে গেছি যে, কখনো কখনো নামায পড়তে ভুলে যাই কিংবা জুমুআ'র নামাযের কথাও ভুলে যাই। অতএব, রমযানে আমরা যখন এই দোয়া করতে থাকি যে, **হে আল্লাহ্! আমাদেরকে পুণ্যকর্ম করার সামর্থ্য দান করো, আমাদের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করো, তখন সারা বছর আমাদেরকে এসব বিষয়ের ওপর আমল করে যেতে হবে; যার নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দিয়েছেন।** পাশাপাশি আমাদের জাগতিক ক্ষতি ও অধঃপতন থেকে রক্ষার জন্য আকুতি মিনতি সহকারে দোয়া করতে থাকতে হবে।

মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্যত্র বলেন, তাকওয়ার ওপর পরিচালিত ব্যক্তিদের খুব ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। শয়তান যেন কোনোভাবে প্রতারিত করতে না পারে। নামায এমন এক ইবাদত যা শয়তানের কাছ থেকে মানুষকে দূরে রাখে। তাকওয়ার জন্য আবশ্যক হলো, বড়ো বড়ো পাপ থেকে মুক্ত হয়ে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অবলম্বন করা। মানুষের এরূপ আমলের চেষ্টা করা উচিত যদ্বারা আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। এমন লোকের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ্ হয়ে যান। আর যার অভিভাবক আল্লাহ্ হয়ে যান, আল্লাহ্ তার হাত হয়ে যান যদ্বারা সে ধরে, তার চোখ হয়ে যান যদ্বারা সে দেখে, তার কান হয়ে যান যদ্বারা সে শোনে এবং তার পা হয়ে যান যদ্বারা সে চলে। এক হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **যে আমার ওলীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে আমি তাকে বলি যে, তুমি আমার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। যে তাকে আক্রমণ করে আল্লাহ্ এমনভাবে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন যেভাবে কোনো বাঘিনীর কাছ থেকে কেউ তার বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিতে আসলে সে তাকে রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে।**

তিনি (আ.) আরেকস্থলে বলেন, **নিজেদের হৃদয়ে খোদা তা'লার প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান সৃষ্টি করো আর এর জন্য নামাযের চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কোনো উপায় নাই। আর নামায পড়ার সময় এমন দৃঢ় ঈমান থাকা উচিত যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি এমন এক শক্তিশালী সত্তা যিনি চাইলে এখনই আমার দোয়া কবুল করতে পারেন।** তিনি (আ.) বলেন, আমাদের জামা'তের জন্য আবশ্যক হলো, তারা যেন নিজেদের ঈমানকে সমৃদ্ধ করে। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস এবং তত্ত্বজ্ঞান সৃষ্টি করে, পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে আলস্য ও উদাসীনতা প্রদর্শন না করে। **অতএব, এই রমযানে যেভাবে আমরা ইবাদত করেছি তা পরবর্তীতেও সারা বছর অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে যেতে হবে। যখন এ প্রচেষ্টা সারা বছর অব্যাহত থাকবে তখনই আমরা সেই উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারব যা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য।**

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, আমরা যেভাবে নিজেদের এবং নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মকে রক্ষার চেষ্টা করে যাচ্ছি, অনুরূপভাবে বিশ্ববাসীকে রক্ষার চেষ্টাও আমাদের করতে হবে। জগৎবাসীকে মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করার চেষ্টা করতে হবে। পৃথিবী খুব দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। একমাত্র আল্লাহ্ তা'লা যদি চান তাহলে এ ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষার উপকরণ সৃষ্টি করতে পারেন আর যদি ধ্বংসযজ্ঞ চলেই আসে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বাসীদেরকে এর কবল থেকে রক্ষা করুন। আর এথেকে রক্ষা পেতে আবশ্যক হলো, আমরা যেন ঠিক সেভাবে আমল করি যাতে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা আমাদের ওপর বর্ষিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)